Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
Impact Factor: 6.28 (Index Copernicus International)
Volume-XIII, Issue-II, January 2025, Page No.21-28
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Sribhumi, Assam, India
Website: http://www.thecho.in

ভারতে সুস্থায়ী উপকূলীয় পর্যটনের গুরুত্ব এবং সীমাবদ্ধতা

হাসিবুর রহমান মোল্লা
সহকারী অধ্যাপক, শিবনাথ শাস্ত্রী কলেজ, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Abstract

India's coastal regions offer significant opportunities for sustainable costal tourism but face critical environmental, socio-cultural and climate challenges. This study explores sustainable tourism in these areas, identifying key issues and proposing strategies to balance development and conservation. The paper highlights the adverse impacts of coastal tourism, including ecosystem degradation, community displacement and overtourism. It emphasizes the importance of ecosystem conservation, advocating for the protection of mangroves, coral reefs and dunes through low-impact tourism and ecological restoration. The role of local communities in tourism decision-making is stressed to ensure equitable benefits and cultural preservation. Sustainable infrastructure development, such as eco-friendly accommodations and effective waste management systems, is proposed to address overtourism while maintaining environmental integrity. The research also underlines the necessity of integrating climate resilience into tourism planning through disaster preparedness and climate adaptation strategies. Strong collaboration among stakeholders—government agencies, private sectors, NGOs and local communities—is identified as essential for fostering sustainable tourism practices. By adopting these strategies, India's coastal tourism can achieve a harmonious balance between economic development and ecological conservation. The study concludes that proactive, sustainable practices are crucial to preserve coastal ecosystems and cultural heritage, ensuring long-term benefits for both communities and future generations.

Keywords: sustainable coastal tourism, ecosystem conservation, community participation, climate resilience, sustainable infrastructure.

ভূমিকা: ভারতের উপকূলরেখা 7,500 কিলোমিটারেরও বেশি বিস্তৃত যা প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, জীববৈচিত্র্য এবং সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের ভান্ডার। আদিম প্রকৃতির সমুদ্র সৈকত থেকে শুরু করে ম্যানগ্রোভ উপকূল, প্রাণবন্ত প্রবাল সমৃদ্ধ উপকূল এবং শতাব্দীর প্রাচীন উপকূলীয় ঐতিহ্য, এই অঞ্চলগুলি বিভিন্ন অভিজ্ঞতার জন্য পর্যটকদের প্রধান গন্তব্য হয়ে উঠেছে (Ghosh et al., 2018; Sarkar et al., 2017)। বছরের পর বছর ধরে, উপকূলীয় পর্যটন ভারতের অর্থনীতিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ অবদানকারী ক্ষেত্র হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে, রাজস্ব, কর্মসংস্থান এবং পরিকাঠামো উন্নয়নে (Chatterjee et al., 2018; Dey & Chowdhury, 2018)।

গোয়া, কেরালা এবং আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের মতো জনপ্রিয় গন্তব্যগুলি বার্ষিক লক্ষ লক্ষ দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক পর্যটকদের আকর্ষণ করেছে। যাইহোক, উপকূলীয় পর্যটনের দ্রুত বৃদ্ধি এর স্থায়িত্ব নিয়ে উদ্বেগ বাড়িয়েছে। অনিয়ন্ত্রিত পর্যটন কার্যক্রমের ফলে আবাসস্থল ধ্বংস, দূষণ এবং জীববৈচিত্র্যের ক্ষতি সহ পরিবেশগত অবক্ষয় ঘটেছে (Jaiswal et al., 2019; Ghosh et al., 2018)। সামাজিক-সাংস্কৃতিক প্রভাব, যেমন স্থানীয় ঐতিহ্যের পণ্যায়ন এবং আদিবাসী সম্প্রদায়ের স্থানচ্যুতি, উল্লেখযোগ্য চ্যালেঞ্জ তৈরি করে (Das et al., 2019; Choudhary & Sharma, 2018)। এই সমস্যাগুলি জলবায়ু পরিবর্তনের ক্রমবর্ধমান প্রভাব দ্বারা সংঘটিত হয় যা সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি, উপকূলীয় ক্ষয় এবং আবহাওয়ার চরম ঘটনাগুলির জন্য উপকূলীয় অঞ্চলগুলির দুর্বলতাকে বাড়িয়ে তোলে (Jayaraman et al., 2020; Jaiswal et al., 2019)। এই চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় সুস্থায়ী পর্যটনের ধারণা একটি গুরুত্বপূর্ণ কাঠামো হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। এটি স্থানীয় সম্প্রদায়ের জন্য ন্যায়সঙ্গত সুবিধা নিশ্চিত করার সাথে সাথে প্রাকৃতিক বাস্তুতন্ত্র এবং সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের সংরক্ষণের সাথে অর্থনৈতিক উন্নয়নের ভারসাম্য বজায় রাখার প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দেয় (Choudhary & Sharma, 2018; Sarkar et al., 2017)। ভারতের উপকূলীয় অঞ্চলে সুস্থায়ী পর্যটন নিছক একটি লক্ষ্য নয় বরং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য এই মূল্যবান সম্পদগুলিকে সংরক্ষণ করার একটি জরুরি প্রয়োজন। এই গবেষণাপত্রটি ভারতে সুস্থায়ী উপকূলীয় পর্যটন অর্জনের চ্যালেঞ্জ এবং সুযোগগুলি অন্বেষণ করতে চায়। উপকূলীয় পর্যটনের বর্তমান অবস্থা, এর পরিবেশগত, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক মাত্রা বিশ্লেষণ করে। এই গবেষণার লক্ষ্য সুস্থায়ী পর্যটন ব্যবস্থাপনার জন্য একটি ব্যাপক এবং সমন্বিত পদ্ধতির প্রস্তাব করা। দায়িত্বশীল শাসন ও স্টেকহোল্ডারদের সহযোগিতার মাধ্যমে গবেষণাপত্রটি ভারতের অনন্য উপকূলীয় বৈচিত্র্য এবং আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ এমন পদক্ষেপযোগ্য সুপারিশ প্রদান করার চেষ্টা করে। এই গবেষণাটি ভারতের উপকূলীয় অঞ্চলগুলির দীর্ঘমেয়াদী স্থিতিস্থাপকতা এবং জীবনীশক্তি নিশ্চিত করার জন্য সুস্থায়ী পর্যটনের গুরুত্বের উপর জোর দেয়, যা তাদের আগামী প্রজন্মের জন্য পরিবেশগত এবং সাংস্কৃতিক তাৎপর্যের গন্তব্য হিসাবে উন্নতি করতে সক্ষম করে।

উপকরণ এবং পদ্ধতি: এই অধ্যয়নটি ভারতের উপকূলীয় অঞ্চলে সুস্থায়ী পর্যটনের সুযোগ এবং সীমাবদ্ধতাগুলি অন্বেষণ করার জন্য একটি মিশ্র-পদ্ধতি ব্যবহার করেছে। উপকূলীয় পর্যটনের পরিবেশগত, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক মাত্রা মূল্যায়ন করার জন্য বিভিন্ন সাহিত্য যেমন, গবেষনা পত্র, সরকারী প্রতিবেদন এবং শিল্প প্রকাশনাগুলির একটি বিস্তৃত পর্যালোচনা করা হয়েছিল। মূল তথ্যসূত্রগুলির মধ্যে রয়েছে Ghosh et al. (2018), Sarkar et al. (2017), Jaiswal et al. (2019) এবং আরও অনেকের কাজগুলি। এই উৎসগুলি ভারতের উপকূলীয় রাজ্যগুলি থেকে পর্যটনের প্রভাব, স্থায়িত্বের সর্বোত্তম অনুশীলন এবং কেস স্টাডিগুলির অন্তর্দৃষ্টি প্রদান করেছে। গোয়া, কেরালা, আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ এবং ওড়িশা-র মতো নির্বাচিত উপকূলীয় গন্তব্যগুলির বিশদ কেস স্টাডিগুলি সুস্থায়ী পর্যটনে নির্দিষ্ট চ্যালেঞ্জ এবং তা উত্তরনের পদক্ষেপগুলি চিহ্নিত করা হয়েছিল। উদাহরণগুলির মধ্যে রয়েছে কেরালায় ইকো-ট্যুরিজম উদ্যোগ, আন্দামান দ্বীপপুঞ্জে প্রবাল প্রাচীর সংরক্ষণ প্রচেষ্টা এবং গোয়ায় বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কর্মসূচি। সরকারী কর্মকর্তা, স্থানীয় সম্প্রদায়ের সদস্য, এনজিও এবং বেসরকারি পর্যটন অপারেটর সহ মূল স্টেকহোল্ডার গোষ্ঠীর প্রতিনিধিদের সাথে সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়েছিল। পর্যটন মন্ত্রক, ভারত সরকার এবং আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলির রিপোর্ট সহ মাধ্যমিক উৎস থেকে পরিমাণগত তত্য সংগ্রহ করা হয়েছিল। উপকূলীয় পর্যটনের অর্থনৈতিক তাৎপর্য মূল্যায়নের জন্য জিডিপি অবদান, পর্যটক আগমন এবং কর্মসংস্থান

পরিসংখ্যানের মতো মূল সূচকগুলি বিশ্লেষণ করা হয়েছিল। এই বিস্তৃত পদ্ধতিটি ভারতের উপকূলীয় অঞ্চলে সুস্থায়ী পর্যটনের একটি সামগ্রিক বিশ্লেষণকে সক্ষম করেছে, কার্যকর সুপারিশ এবং নীতি অন্তর্দৃষ্টির ভিত্তি স্থাপন করেছে।

ভারতের সুস্থায়ী উপকূলীয় পর্যটনের প্রধান বৈশিষ্ট্য: সুস্থায়ী উপকূলীয় পর্যটন ভারতের বিস্তৃত এবং বৈচিত্র্যময় উপকূলরেখা রক্ষা করার পাশাপাশি অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রচারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। 7,500 কিলোমিটারেরও বেশি উপকূলরেখা সহ ভারতের উপকূলীয় অঞ্চলগুলি জীববৈচিত্র্য, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য এবং অর্থনৈতিক সম্ভাবনায় সমৃদ্ধ। নিম্নলিখিত প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি ভারতে সুস্থায়ী উপকূলীয় পর্যটনের মূল নীতিগুলির রূপরেখা দেয়:

1. বাস্তুতন্ত্র সংরক্ষণ: সুস্থায়ী উপকূলীয় পর্যটন ম্যানগ্রোভ, প্রবাল প্রাচীর এবং জলাভূমির মতো সূক্ষ্ম বাস্তুতন্ত্রের সংরক্ষণকে অগ্রাধিকার দেয়। এই বাস্তুতন্ত্রগুলি কার্বন সিকোয়েস্টেশন, বাসস্থান সুরক্ষা এবং উপকূলীয় স্থিতিশীলকরণ সহ গুরুত্বপূর্ণ পরিষেবা প্রদান করে। আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ স্নরকেলিং এবং ডাইভিং থেকে প্রবাল প্রাচীরের ক্ষতি রোধ করার জন্য কঠোর প্রবিধান প্রয়োগ করেছে। পরিবেশ মন্ত্রকের মতে, ভারতে ম্যানগ্রোভগুলি তাদের পরিবেশগত গুরুত্ব তুলে ধরে বছরে প্রায় 14.2 মেগাটন CO_2 সিকোয়েস্টেশন করে। তামিলনাড়ুর মান্নার উপসাগরে সংরক্ষণের প্রচেষ্টার মধ্যে রয়েছে ইকো-ট্যুরিজমের প্রচার যা সামুদ্রিক জীববৈচিত্র্যের জন্য গুরুত্বপূর্ণ সামুদ্রিক ঘাসের আবাসস্থলগুলিকে রক্ষা করার উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে।

2. সম্প্রদায়ের অর্ন্তভূক্তি এবং ক্ষমতায়ন: স্থানীয় সম্প্রদায়ের ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করে যে পর্যটন সুবিধাগুলি সমানভাবে ভাগ করা হয় এবং সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণ করা হয়। কমিউনিটি-ভিত্তিক ইকো-ট্যুরিজম উদ্যোগ, যেমন কেরালার আলাপ্পুঝাতে ব্যাকওয়াটারস হোমস্টে, স্থানীয় বাসিন্দাদের জীবিকা নির্বাহে অবদান রাখে। 2020 সালের একটি সমীক্ষায় দেখা গেছে যে এই অঞ্চলে পর্যটন আয়ের 65% সরাসরি স্থানীয় পরিবারগুলি ভোগ করে। গুজরাটের উপকূলীয় গ্রামগুলিতে, কারিগর সমবায়গুলি পর্যটন কর্মসূচিতে একীভূত হয়, যা পর্যটকদের স্থানীয় কারুশিল্প কিনতে এবং ঐতিহ্যগত অর্থনীতিকে সমর্থন করতে সক্ষম করে।

3. দায়িত্বশীল পর্যটন অনুশীলন: পর্যটকদের মধ্যে দায়িত্বশীল আচরণকে উৎসাহিত করা পরিবেশগত এবং সামাজিক প্রভাবগুলি হ্রাস করে। গোয়ার 'ট্র্যাশ টু ক্যাশ' উদ্যোগটি প্রোগ্রামটি পর্যটকদের সংগ্রহ কেন্দ্রে প্লাস্টিক এবং বোতল জমা করতে উৎসাহিত করে, আবর্জনা হ্রাস করে। 2021 সালে এই উদ্যোগটি 1,200 টন প্লাস্টিক বর্জ্য পুনর্ব্যবহার করতে সাহায্য করেছিল। কেরালার কোভালাম রিসর্টগুলি জৈব বর্জ্য কম্পোস্ট করে এবং একক-ব্যবহারের প্লাস্টিক নিষিদ্ধ করে শূন্য-বর্জ্য নীতি গ্রহণ করে।

4. পর্যটক নিয়ন্ত্রন: অত্যধিক ভিড় এবং প্রাকৃতিক সম্পদের অত্যধিক শোষণ রোধ করতে দর্শনার্থীদের সংখ্যা পরিচালনা করা গুরুত্বপূর্ণ। লাক্ষাদ্বীপ প্রশাসন পরিবেশগত স্থায়িত্ব নিশ্চিত করতে নির্দিষ্ট প্রবাল দ্বীপে পর্যটক সংখ্যা সীমিত করে। বাঙ্গারাম দ্বীপে এর ভঙ্গুর বাস্তুতন্ত্র রক্ষার জন্য বছরে মাত্র 3,500 পর্যটকদের অনুমতি দেওয়া হয়। গোয়ার সমুদ্র সৈকত যেমন বাগা এবং ক্যালাঙ্গুটের মতো জনপ্রিয় সৈকতগুলিতে পর্যটন ঘনত্ব নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষমতা মূল্যায়ন করা হয়েছে।

5. ইকো-ট্যুরিজমের প্রচার: ইকো-ট্যুরিজম ন্যূনতম পরিবেশগত প্রভাব সহ প্রকৃতি-ভিত্তিক কার্যক্রমকে উৎসাহিত করে। পশ্চিমবঙ্গের সুন্দরবন ইকো-ট্যুরিজম পরিসেবা প্রদান করে যেমন গাইডেড বোট ট্যুর, যা দর্শকদের ম্যানগ্রোভ সংরক্ষণ এবং জীববৈচিত্র্য সম্পর্কে শিক্ষিত করে। সচেতনতা এবং স্থানীয় আয়ে অবদান রেখে 2019 সালে 100,000 টিরও বেশি পর্যটক এই অঞ্চলটি পরিদর্শন করেছেন। রণথম্বোরের জলাভূমি পাখি দেখার উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে এবং এই ইকো-ট্যুরিজম প্রচেষ্টা জলাভূমির আবাসস্থল সংরক্ষণ সম্পর্কে মানুষকে সচেতন করে।

6. জলবায়ু স্থিতিস্থাপকতা: সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি, ঝড়, উপকূলীয় জলোচ্ছ্বাস এবং ক্ষয়-এর মতো জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবের জন্য উপকূলীয় অঞ্চল বিশেষভাবে ঝুঁকিপূর্ণ। সুস্থায়ী পর্যটন স্থিতিস্থাপক জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলার কৌশলগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করে। ওড়িশার কোনার্ক সূর্য মন্দির হল একটি জলবায়ু-অভিযোজিত অনুশীলন, যেমন পরিবেশ-বান্ধব আলো এবং বর্ষাকালে দর্শনার্থীর সংখ্যা হ্রাস, ইউনেস্কোর এই বিশ্ব ঐতিহ্যবাহী স্থানটিকে রক্ষা করতে সাহায্য করে। তামিলনাড়ুর উপকূলীয় শহরগুলি ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্রগুলিকে পর্যটন অবকাঠামোতে একীভূত করে, যা দর্শনার্থী এবং বাসিন্দা উভয়কেই উপকৃত করে।

7. সাংস্কৃতিক সংরক্ষণ: উপকূলীয় সম্প্রদায়ের অনন্য ঐতিহ্য, উৎসব এবং অনুশীলনগুলি সংরক্ষণ করা সাংস্কৃতিক পরিচয় বজায় রেখে পর্যটন অভিজ্ঞতাকে সমৃদ্ধ করে। গোয়ার হেরিটেজ ওয়াকস এর মাধ্যমে ওল্ড গোয়ার গাইডেড ট্যুরগুলি এর পর্তুগিজ যুগের স্থাপত্যকে তুলে ধরে, বার্ষিক 500,000 টিরও বেশি সাংস্কৃতিক পর্যটকদের আকর্ষণ করে৷ পুরীর রথযাত্রা উপলক্ষে লক্ষ লক্ষ তীর্থযাত্রী এবং পর্যটকদের আকর্ষণ করে, যা স্থানীয় রীতিনীতির সাথে আধ্যাত্মিকতাকে মিশ্রিত করে।

8. শিক্ষা এবং সচেতনতা: পর্যটন কর্মসূচী দর্শনার্থী, স্থানীয়দের এবং ভ্রমণকারী সংস্থাগুলির সুস্থায়ী অনুশীলন এবং পরিবেশগত সচেতনতা সম্পর্কে শিক্ষিত করার উপর গুরুত্ব আরোপ করে। পুদুচেরির সমুদ্র সৈকতে বাসা বাঁধার কচ্ছপ রক্ষা, সম্প্রদায়ের সচেতনতা বৃদ্ধির বিষয়ে শিক্ষামূলক চিহ্ন রয়েছে। এই প্রচেষ্টার ফলে 2022 সালে 10,000 টিরও বেশি অলিভ রিডলি কচ্ছপের সফল হ্যাচিং হয়েছে৷ তামিলনাড়ুতে এনজিওগুলি ট্যুর অপারেটরদের জন্য পরিবেশ-বান্ধব অনুশীলনের জন্য কর্মশালা পরিচালনা করে, যা বার্ষিক 1,500 জনেরও বেশি অংশগ্রহণকারীদের কাছে পৌঁছায়।

9. সহযোগিতা: সুস্থায়ী পর্যটনের জন্য সরকারি সংস্থা, এনজিও, বেসরকারি সংস্থা এবং স্থানীয় সম্প্রদায় সহ স্টেকহোল্ডারদের মধ্যে কার্যকর সহযোগিতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ভারতের প্রত্যয়িত সমুদ্র সৈকত, যেমন গুজরাটের শিবরাজপুর এবং আন্দামানের রাধানগর, পরিচ্ছন্নতা ও নিরাপত্তার জন্য আন্তর্জাতিক মান পূরণ করে। বর্তমানে, 12টি ভারতীয় সৈকত নীল পতাকা সার্টিফিকেশন নামের মর্যাদাপূর্ণ সার্টিফিকেশন ধারণ করে। মহারাষ্ট্রের উপকূলীয় বোর্ডওয়াকের মতো উদ্যোগগুলি ইকো-ট্যুরিজম বাড়ানোর জন্য পাবলিক-প্রাইভেট অংশীদারিত্বের সম্ভাব্যতা প্রদর্শন করে।

ভারতে সুস্থায়ী উপকূলীয় পর্যটনের অবদান:

1) পর্যটন ব্যবসা 2019 সালে ভারতের জিডিপিতে 9.2% (প্রায় 247 বিলিয়ন মার্কিন ডলার) আয় করেছে এবং এক্ষেত্রে উপকূলীয় অঞ্চলগুলি উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছে। ওয়ার্ল্ড ট্রাভেল অ্যান্ড ট্যুরিজম কাউন্সিলের মতে পর্যটনে টেকসই অনুশীলন বার্ষিক বৃদ্ধির হার 8% হতে পারে যা

উপকূলীয় পর্যটনের অর্থনৈতিক অবদানকে উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়িয়ে তুলবে। শুধুমাত্র উপকূলীয় পর্যটনেই 2030 সাল নাগাদ বার্ষিক 80 বিলিয়ন মার্কিন ডলারের বেশি আয়ের সম্ভাবনা রয়েছে যদি যথাযথ বিনিয়োগ এবং পরিবেশগত ব্যবস্থা কার্যকর করা হয়।

2) উপকূলীয় পর্যটন আতিথেয়তা, ট্যুর অপারেশন এবং স্থানীয় পর্যটন-সম্পর্কিত ব্যবসায় নিরিখেক 4 মিলিয়নেরও বেশি সরাসরি কর্মসংস্থান তৈরি করেছে। পরোক্ষ কর্মসংস্থান পরিবহণ, কারিগরী ব্যবসা এবং খাদ্য উৎপাদন শিল্পের মাধ্যমে 10 মিলিয়নেরও বেশি লোকের কাছে বিস্তৃত। উপকূলীয় পর্যটন, বিশেষ করে হস্তশিল্প, ছোট আকারের মৎস্যসম্পদ এবং আতিথেয়তা পরিষেবাগুলিতে প্রায় 54% শ্রমশক্তি মহিলারা যোগান দেয়।
3) ভারতে 2019 সালে 10.93 মিলিয়ন বিদেশী পর্যটক এসেছেন যেখান থেকে 30 বিলিয়ন মার্কিন ডলার বৈদেশিক মুদ্রা আয় করেছে। গোয়া, কেরালা এবং আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের মতো উপকূলীয় গন্তব্যগুলি ধারাবাহিকভাবে বিদেশিদের শীর্ষ পছন্দগুলির মধ্যে স্থান করে নিয়েছে। গোয়া কার্নিভাল, কেরালার স্নেক বোট রেস এবং আন্দামানে জলের নিচে ডাইভিং-এর মতো মৌসুমী উৎসব এবং ক্রিয়াকলাপ বিশ্বব্যাপী ভ্রমণকারীদের আকর্ষণ করে।
4) উপকূলীয় রাজ্যগুলি 2019 সালে 2.1 বিলিয়নের বেশি অভ্যন্তরীণ পর্যটক পরিদর্শন করেছে যা সমুদ্র সৈকত পর্যটন, ব্যাকওয়াটার এবং উপকূল বরাবর সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের স্থানগুলির জন্য একটি শক্তিশালী পছন্দ প্রদর্শন করে। তামিলনাড়ু, অন্ধ্রপ্রদেশ এবং মহারাষ্ট্রের মতো রাজ্যগুলি অভ্যন্তরীণ পর্যটনে উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি পেয়েছ। শুধুমাত্র তামিলনাড়ুতেই 450 মিলিয়নেরও বেশি পর্যটকের সমাগম ঘটেছে।
5) পশ্চিমবঙ্গ, ওড়িশা এবং তামিলনাড়ুর মতো রাজ্যে ম্যানগ্রোভ সংরক্ষণের প্রচেষ্টা উপকূলীয় ক্ষয় 30% হ্রাস করেছে যা গুরুত্বপূর্ণ পর্যটন অবকাঠামো এবং আবাসস্থলগুলিকে সুরক্ষিত করেছে। ইন্টিগ্রেটেড কোস্টাল জোন ম্যানেজমেন্ট প্রজেক্ট (ICZMP) এর মতো প্রকল্পগুলি 25,000 হেক্টরের বেশি ম্যানগ্রোভ পুনরুদ্ধার করেছে, জীববৈচিত্র্য বৃদ্ধি করেছে এবং চরম আবহাওয়ার ঘটনাগুলির বিরুদ্ধে প্রাকৃতিক বাফার হিসাবে কাজ করছে।
6) 'ব্লু ফ্ল্যাগ সার্টিফিকেশন' উদ্যোগ ভারতে সমুদ্র সৈকতের মান উন্নত করেছে, যেখানে 12টি ভারতীয় সৈকত এখন টেকসই পর্যটন অনুশীলনের জন্য আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত।
7) কারুশিল্পের খাতগুলি উপকূলীয় পর্যটনে উল্লেখযোগ্যভাবে অবদান রাখে, ঐতিহ্যবাহী কারুশিল্প বার্ষিক প্রায় 500 মিলিয়ন মার্কিন ডলার বেশি আয় করে।
8) সামুদ্রিক জীববৈচিত্র্যের হটস্পট, যার মধ্যে লাক্ষাদ্বীপের প্রবাল প্রাচীর এবং গুজরাটের সামুদ্রিক উদ্যানগুলি ইকো-ট্যুরিস্টদের আকৃষ্ট করে।
9) স্থানীয় সম্প্রদায়-ভিত্তিক পর্যটন মডেল, যেমন হোমস্টে এবং গাইডেড ইকোলজিক্যাল ট্যুর, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য প্রচার করার সময় উপকূলীয় সম্প্রদায়কে শক্তিশালী করেছে।

ভারতে সুস্থায়ী উপকূলীয় পর্যটনের সীমাবদ্ধতা: ভারতে সুস্থায়ী উপকূলীয় পর্যটন বিভিন্ন পরিবেশগত, সামাজিক-সাংস্কৃতিক এবং প্রশাসনিক চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন। এই চ্যালেঞ্জগুলি পরিবেশগত সংরক্ষণ এবং ন্যায়সঙ্গত উন্নয়নের সাথে অর্থনৈতিক বৃদ্ধির ভারসাম্য বজায় রাখার গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলিকে তুলে ধরে:

1. পরিবেশগত অবক্ষয়: গোয়া এবং আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের মতো উপকূলীয় পর্যটন হটস্পটগুলি গুরুত্বপূর্ণ বাস্তুতন্ত্রের ধ্বংসের সাক্ষী হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, গত শতাব্দীতে ভারত তার ম্যানগ্রোভ কভারের 40% হারিয়েছে, প্রাথমিকভাবে পর্যটন-সম্পর্কিত উন্নয়ন এবং নগরায়নের কারণে। 2020 সালে কেন্দ্রীয় দূষণ নিয়ন্ত্রণ বোর্ডের (CPCB) একটি সমীক্ষা দেখিয়েছে যে ভারতের উপকূলীয় অঞ্চলগুলির 68% অপরিশোধিত পয়ঃনিষ্কাশন, প্লাস্টিক বর্জ্য এবং শিল্পের বর্জ্যের কারণে উল্লেখযোগ্য দূষণ সমস্যার সম্মুখীন হয়। 2021 সালের ন্যাশনাল সেন্টার ফর কোস্টাল রিসার্চ (NCCR) এর সমীক্ষা অনুসারে উপকূলীয় ক্ষয় ভারতের উপকূলরেখার 45% প্রভাবিত করে। সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি এবং চরম আবহাওয়ার ঘটনা দ্বারা এই ক্ষয় আরও বৃদ্ধি পাচ্ছে।

2. পরিবেশগত বহন ক্ষমতা: গোয়ার বাগা এবং ক্যালাঙ্গুটের মতো জনপ্রিয় সৈকতগুলিতে বার্ষিক 6 মিলিয়নেরও বেশি পর্যটকের সমাগম হয়, যা তাদের পরিবেশগত বহন ক্ষমতাকে ছাড়িয়ে যায়। কেরালাতে 2019 সালে 16 মিলিয়ন অভ্যন্তরীণ এবং আন্তর্জাতিক পর্যটকের সমাগম হয়েছিল যা এর জল সম্পদ, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ব্যবস্থা এবং স্থানীয় পরিকাঠামোতে চাপ সৃষ্টি করেছে।

3. সামাজিক-সাংস্কৃতিক ব্যাঘাত: 2015 থেকে 2020 সালের মধ্যে ওড়িশা এবং তামিলনাড়ুর উপকূলীয় অঞ্চলে পর্যটন-চালিত ভূমি অধিগ্রহণের ফলে 15,000-এর বেশি পরিবার বাস্তুচ্যুত হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ এবং গুজরাটের মতো রাজ্যগুলিতে পর্যটনের অগ্রাধিকারের কারণে, সাংস্কৃতিক পরিচয় এবং জীবিকাকে প্রভাবিত করে। পর্যটন মন্ত্রকের মতে, জনপ্রিয় গন্তব্যগুলিতে পর্যটন আয়ের 10% এরও কম স্থানীয় সম্প্রদায়গুলি ধরে রাখে এবং বড় বড় ব্যবসায়িক গোষ্ঠীগুলি সিংহভাগের দখল নেয়।

4. অপর্যাপ্ত শাসন ও নীতি বাস্তবায়ন: কোস্টাল রেগুলেশন জোন (CRZ) বিজ্ঞপ্তি থাকা সত্ত্বেও এই আইনের লঙ্ঘন ব্যাপকভাবে চলছে। উদাহরণস্বরূপ, গোয়ায় 64% পর্যটন প্রতিষ্ঠান 2022 সালে CRZ নির্দেশিকা মেনে চলে না বলে দেখা গেছে। 2021 সালে কম্পট্রোলার অ্যান্ড অডিটর জেনারেল (CAG) এর একটি প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়গুলির মধ্যে ওভারল্যাপিং দায়িত্বগুলিকে হাইলাইট করেছে, যার ফলে সুস্থায়ী পর্যটন নীতিগুলি বাস্তবায়নে বিলম্ব হচ্ছে।

5. সীমিত সম্প্রদায়ের অংশগ্রহণ: কেরালার ব্যাকওয়াটারে 2019 সালের একটি সমীক্ষা প্রকাশ করেছে যে 78% স্থানীয় স্টেকহোল্ডার পর্যটন পরিকল্পনা এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়া থেকে বাদ পড়েছেন বলে মনে করেন। 2021 ইন্ডিয়া ট্যুরিজম-এর রিপোর্ট ইঙ্গিত করেছে যে স্থানীয় পর্যটন অপারেটরদের মাত্র 20% সুস্থায়ী পর্যটন অনুশীলন সম্পর্কে সচেতন।

6. অর্থনৈতিক চাপ: গোয়া এবং কেরালার মতো রাজ্যগুলিতে উপকূলীয় পর্যটনে মরসুমি নির্ভরতা 30-40% রাজস্ব হ্রাস অনুভব করে, যা স্থানীয় ব্যবসা এবং জীবিকাকে মারাত্মকভাবে প্রভাবিত করে। পর্যটন ভূমি ও জলের মতো প্রয়োজনীয় সম্পদের চাপ তৈরি করে। উদাহরণস্বরূপ, গোয়ায় পর্যটনের জন্য জলের চাহিদা 2030 সালের মধ্যে 30% বৃদ্ধি পাবে, যা স্থানীয় সম্প্রদায়ের জন্য অভাব সৃষ্টি করবে।

7. বিশ্বব্যাপী এবং স্থানীয় বাজারের প্রবণতা: ভারতে আসা 70% এরও বেশি আন্তর্জাতিক পর্যটকরা বড় ট্র্যাভেল এজেন্সিগুলি দ্বারা পরিচালিত সমস্ত-অন্তর্ভুক্ত প্যাকেজ পছন্দ করে, যা প্রায়শই সুস্থায়ী বিকল্পগুলি

বাদ দেয়। নীল পতাকা-প্রত্যয়িত সমুদ্র সৈকত, যেমন আন্দামানে রাধানগর সমুদ্র সৈকত, অপর্যাপ্ত প্রচারের কারণে মোট পর্যটকদের মাত্র একটি অংশকে আকর্ষণ করে।

৪. জলবায়ু স্থিতিস্থাপকতা চ্যালেঞ্জ: 2022 সালের UNDP রিপোর্ট অনুসারে ভারতের উপকূলীয় শহরগুলির 75% ঘূর্ণিঝড় এবং বন্যার মতো ঝুঁকি রয়েছে যা প্রশমিত করার জন্য শক্তিশালী দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার অভাব রয়েছে। পরিবেশ, বন এবং জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রকের অনুমান অনুসারে ওড়িশা এবং তামিলনাড়ুর মতো ঝুঁকিপূর্ণ এলাকায় জলবায়ু-সহনশীল পরিকাঠামোর উন্নয়নের জন্য 50,000 কোটির টাকা ($6 বিলিয়ন) বিনিয়োগ প্রয়োজন।

উপসংহার: জীববৈচিত্র্য এবং সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যে সমৃদ্ধ ভারতের উপকূলীয় অঞ্চলগুলি পর্যটনের মাধ্যমে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। এই অঞ্চলগুলিতে পর্যটনের দ্রুত বৃদ্ধি উল্লেখযোগ্য পরিবেশগত, সামাজিক-সাংস্কৃতিক এবং প্রশাসনিক চ্যালেঞ্জের দিকে পরিচালিত করেছে। বাস্তুতন্ত্রের অবক্ষয় থেকে শুরু করে স্থানীয় সম্প্রদায়ের প্রান্তিকতা এবং অপর্যাপ্ত জলবায়ু স্থিতিস্থাপকতা এবং যথেচ্ছ পর্যটন অনুশীলনের বিরূপ প্রভাব এই ভঙ্গুর অঞ্চলগুলির দীর্ঘমেয়াদী কার্যকারিতাকে হুমকির মুখে ফেলে। এই গবেষণাটি বোঝায় যে সুস্থায়ী উপকূলীয় পর্যটন কেবল একটি বিকল্প নয় বরং একটি জরুরি প্রয়োজন। একটি সুস্থায়ী পদ্ধতি অন্তর্ভুক্তিমূলক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে অবদান রেখে এই অঞ্চলগুলিকে পরিবেশগত এবং সাংস্কৃতিক তাৎপর্যের কেন্দ্র হিসাবে উন্নতি করতে সক্ষম করতে পারে। মূল কৌশলগুলির মধ্যে রয়েছে বাস্তুতন্ত্রের সংরক্ষণ, সম্প্রদায়ের অংশগ্রহণ, দায়িত্বশীল পর্যটন অনুশীলন এবং জলবায়ু-স্থিতিস্থাপক অবকাঠামো উন্নয়ন। কেরালায় ইকো-ট্যুরিজম, তামিলনাড়ুতে ম্যানগ্রোভ সংরক্ষণ এবং গোয়ায় বর্জ্য ব্যবস্থাপনা উদ্যোগের মতো সফল উদাহরণগুলি পরিবেশগত এবং সামাজিক স্থায়িত্বের সাথে পর্যটন উন্নয়নের সামঞ্জস্যপূর্ণ সম্ভাবনা প্রদর্শন করে। সুস্থায়ী উপকূলীয় পর্যটন ভবিষ্যতের প্রজন্মের জন্য ভারতের উপকূলীয় বাস্তুতন্ত্র এবং সাংস্কৃতিক পরিচয় সংরক্ষণ নিশ্চিত করতে পারে, যা বিশ্বব্যাপী পরিবেশগত এবং আর্থ-সামাজিক চ্যালেঞ্জের মুখে স্থিতিস্থাপকতার জন্য একটি নীলনকশা প্রদান করে।

তথ্যসূত্র:

1) Chatterjee, S., Dasgupta, P., & Roy, S. (2018). *Economic dimensions of coastal tourism in India: An analytical perspective*. Journal of Sustainable Tourism, 26(4), p.548–565.
2) Choudhary, R., & Sharma, N. (2018). Community-based tourism: Pathways to sustainable development in coastal regions. *Tourism Development Quarterly*, 15(3), p.121–135.
3) Das, A., Singh, K., & Mehta, R. (2019). Integrating cultural heritage into sustainable tourism planning in India's coastal areas. *International Journal of Heritage Tourism*, 7(2), p.205–218.

4) Dey, R., & Chowdhury, P. (2018). Sustainable tourism certification: An approach for India's coastal regions. *Tourism Economics and Policy*, 10(4), p.299–315.
5) Ghosh, T., Roy, A., & Mitra, P. (2018). Environmental impact assessment of tourism activities on coastal biodiversity in India. *Marine Conservation and Tourism Studies*, 12(1), p.45–59.
6) Jayaraman, A., Das, S., & Banerjee, T. (2020). Climate change and its implications for coastal tourism in India. *Journal of Climate Resilience and Policy Studies*, 8(3), p.67–82.
7) Jaiswal, R., Singh, M., & Pandey, S. (2019). Preserving biodiversity hotspots in India's coastal ecosystems: Lessons for sustainable tourism. *Ecological Economics Review*, 22(4), p.319–335.
8) Sarkar, P., Basu, S., & Bose, R. (2017). Community-driven tourism in India: A pathway to sustainability. *Asian Journal of Tourism and Hospitality*, 5(2), p.89–101.
9) Sharma, V., & Gupta, A. (2020). The socio-economic impacts of tourism on coastal communities in India: Challenges and prospects. *Journal of Coastal Development*, 19(2), p.152–170.
10) Tripathi, S., & Rao, P. (2021). Addressing overtourism in India’s coastal destinations: Strategic insights. *Tourism Planning and Management*, 30(1), p.122–139.